দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 03 OCT 1996 ...
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ... ২ ...

আলোকিত হোক রাতের বিশ্ববিদ্যালয়

ছোট-বড় সংঘর্ষ কিংবা উত্তেজনার সৃষ্টি হলেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার রাস্তাগুলো বন্ধ করে দেয়া হয়। যানবাহন ও যাত্রীদের নিরাপত্তার জন্যই সেটা করা হয়।

কিন্তু স্বাভাবিক পরিস্থিতিতেও রাতের বেলায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার রাস্তাঘাটগুলো ফাঁকা থাকে। যন্ত্রচালিত যানবাহন ও রিকশা-সাইকেল ইত্যাদি কদাচিৎ দেখা যায়। পায়ে হেঁটে চলাচলও কমে যায়। আবাসিক ছাত্রসহ বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় বসবাসকারী লোকেরা অনেকটা বাধ্য হয়েই এসব রাস্তা ব্যবহার করেন। দেশের প্রধান এই বিদ্যাপীঠটি ব্যস্ত রাজধানীর মাঝে গড়ে তোলা হয়েছে বলে এর বুক চিরে চলে যাওয়া রাস্তাগুলো গুরুত্বপূর্ণ বৈকি। নগরীর রাস্তাগুলোর মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের রাস্তাগুলো চওড়া, সচরাচর পানি জমে না, ভাঙাচোরাও কম। কিন্তু রাতের বেলা এই রাস্তাগুলোর তেমন কোন ব্যবহার হচ্ছে না।

এর প্রধান কারণ রাস্তাগুলো আলোকিত নয়। রাত নামার সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকার নেমে আসে গোটা এলাকায়। রাস্তার দু'পাশে ল্যাম্প পোস্ট ঠিকই রয়েছে, কিন্তু সেগুলোর অধিকাংশ বাতিই জ্বলে না। অন্যান্য রাস্তায় মাঝে মাঝে সিটি কর্পোরেশনের লোকদের বাতি জ্বালাতে বা ঠিকঠাক করতে দেখা যায়। বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় তেমন দৃশ্য চোখে পড়ে না। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ হয়ত ধরেই নিয়েছেন যে, এই এলাকার রাস্তাগুলো অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকলেও কোন ক্ষতি নেই। রাস্তাগুলো রাতের বেলা ব্যবহৃত না হওয়ার ক্ষতির কথা আগেই বলেছি। অন্য ক্ষতিকর দিকও রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা এমনিতেই বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন আশ্রিত সন্ত্রাসীদের জায়গা। অন্ধকার রাস্তাগুলো হয়ে ওঠে তাদের সন্ত্রাস-রাহাজানির অধিকতর নিরাপদ এলাকা। শুধু ছাত্র সংগঠনের সন্ত্রাসী নয়, বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় গড়ে ওঠা বস্তিগুলোর ছিঁচকে মস্তানরাও এর সুযোগ নেয়। ছিনতাইয়ের ঘটনা প্রায়ই ঘটে। সেগুলোর কোন খবর হয় না। ছিনতাইয়ের ঘটনায় রিকশাযাত্রী ও পথচারীদের ছুরিকাহত ও গুলিবিদ্ধ হওয়ার ঘটনাও ঘটে। কিছুদিন আগে রোকেয়া হলের সামনে ওয়াসার একজন ঠিকাদার সন্ত্রাসীদের গুলিতে প্রাণ হারান। ঘটনাটি ঘটেছিল রাতের বেলা। আলোকিত রাস্তায় প্রহরারত পুলিশের সামনে এই ঘটনা ঘটানো তত সহজ হতো না। অন্ধকার রাস্তায় অসতর্ক মহিলা যাত্রীর সম্ভ্রমহানির ঘটনাও ঘটেছে। বিশ্ববিদ্যালয় কোয়ার্টারে বসবাসকারী শিক্ষক পরিবারের সদস্যরাও মাঝে মাঝে আক্রান্ত হন। টিএসসিতে রাত ৯টা-১০টা পর্যন্ত সংস্কৃতিকর্মী ও ছাত্রছাত্রীদের কার্যক্রম, আড্ডা ইত্যাদি চলে। একটা বিশ্ববিদ্যালয়ে এ ধরনের কেন্দ্র থাকার আবশ্যকতা রয়েছে বৈকি। কিন্তু এ এলাকাটিও যথেষ্ট আলোকিত নয়।

আমরা এ ব্যাপারে ঢাকা সিটি কর্পোরেশন ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাস দমনের যে প্রয়াস চলছে, রাতের আলোকিত বিশ্ববিদ্যালয় সে প্রয়াসকে শক্তিশালী করবে বলেই আমাদের ধারণা। সম্প্রতি নতুন নিয়মের অধীনে ছাত্রী হলগুলোয় প্রয়োজনে মেয়েদের রাত করে ফেরার সুযোগ হয়েছে। রাতের বিশ্ববিদ্যালয় আলোকিত হলে ছাত্রী নিরাপত্তাও কিছুটা বাড়বে। বিশেষত লাইব্রেরি ও টিউশনির সুযোগ গ্রহণের প্রবণতা বৃদ্ধি পাবে।